গুরু দত্ত পাঠাক

বনাম

উত্তর প্রদেশ রাজ্য

(২০১৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৫০২)

মে ০৬,২০২১

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতি]

দণ্ডবিধি, ১৮৬০: ধারা ৩০২/৩৪ - চার অভিযুক্ত - নিম্ন আদালত কর্তৃক খালাস - হাইকোর্টে রাজ্যের আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, অভিযুক্ত নং ১ থেকে ৩ মারা যান - হাইকোর্ট কর্তৃক চতুর্থ অভিযুক্তের খালাস বাতিল - দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপিল - সিদ্ধান্ত: অভিযোগকারী সাক্ষীরা অভিযোগকারীর মামলাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছে - সাক্ষ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে অভিযোগকারী দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছে যে ঘটনাটি প্রাথমিক পাঠশালার কাছে রাস্তায় ঘটেছে - মৃতদেহটি পাঠশালার কাছে রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং রক্তমাখা কাপড়ও সেই স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল - এইভাবে অভিযোগকারী এফআইআর-এ উল্লিখিত ঘটনার স্থানটি প্রমাণ করেছে - পিডব্লিউ-৪ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন - তাকে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে - প্রত্যক্ষদর্শীদের অকাট্য সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, কিছু সাক্ষীর/স্বাধীন সাক্ষীর অনুপস্থিতি এবং/অথবা কোনো স্বাধীন সাক্ষীর পরীক্ষার অনুপস্থিতি অভিযোগকারীর মামলার জন্য মারাত্মক হবে না - আপিলকারী-অভিযুক্ত নং ৪-কে শুরু থেকেই এফআইআর-এ নাম দেওয়া হয়েছিল - তাকে নির্দিষ্ট ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল - পিডব্লিউ-৪ এর সাক্ষ্য থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছে - মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এবং সাক্ষ্যের পুনঃমূল্যায়ন করে, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অভিযুক্তদের খালাস দেওয়ার সময় নিম্ন আদালত কর্তৃক রেকর্ড করা সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্ত এবং এমনকি রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্যের বিপরীত এবং/অথবা সাক্ষ্যের ভুল পাঠ - হাইকোর্টের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই।

আপিল খারিজ করে, আদালত

ধার্য করা হয়েছেঃ ১. বিচারিক আদালত অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার প্রতিটি কারণ হাইকোর্ট বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে এবং রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণ পুনর্মূল্যায়ন করে হাইকোর্ট বিশেষভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বিচারিক আদালত কর্তৃক রেকর্ড করা ফলাফলগুলি বিকৃত ছিল এবং তারপরে

হাইকোর্ট বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করেছে। হাইকোর্ট যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে যখন প্রত্যক্ষদর্শীর আকারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য হন, তখন উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি তুচ্ছ। বর্তমান মামলায়, ৩১৩ নম্বর বিবৃতিতে, আপিলকারী-মূল অভিযুক্ত নং ৪ও বলেছেন যে একটি শত্রুতা ছিল। অতএব, এমনকি অভিযুক্তের মতেও, একটি শত্রুতা ছিল। [অনুচ্ছেদ ৮ এবং ৯] [৫৯২-ডি-এফ]

মনজিৎ সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (২০১৯) ৮ এস. সি. সি ৫২৯: [২০১৯] ১১ এস. সি. আর ৫৫৪; সুরিন্দর কুমার বনাম পঞ্জাব রাজ্য (২০২০) ২ এস. সি. সি ৫৬৩: [২০২০] ১ এস. সি. আর ৩০৭; রিজওয়ান খান বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য (২০২০) ৯ এস. সি. সি ৬২৭; হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম প্রদীপ কুমার (২০১৮) ১৩ এস. সি. সি ৮০৮: [২০১৮] ২ এস. সি. আর ৬৫৬-এর উপর নির্ভরশীল।

২.১ রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীরা রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিলেন, বিশেষত পিডব্লিউ২ ও পিডব্লিউ৪-কে এবং তারা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, স্বাধীন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ না করা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার পক্ষে মারাত্মক নয়। নথিভুক্ত এমন কিছুই নেই যে এফআইআরে উল্লিখিত সেই দুই ব্যক্তিকে চার্জশিটে সাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। যাই হোক না কেন, পিডব্লিউ২ ও পিডব্লিউ৪ রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছিল এবং তাই উপরোক্ত দুই ব্যক্তির পরীক্ষা না করা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার জন্য মারাত্মক হবে না। [অনুচ্ছেদ ১১] [৫৯৩-ডি-এফ]

দশরথ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০০৪) ৭ এস. সি. সি. ৪০৮: [২০০৪] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৫৬১; তখতজি হিরাজি বনাম ঠাকুর কুবারসিং চমনসিং (২০০১) ৬ এস. সি. সি. ১৪৫ - উল্লেখ করা হয়েছে।

২. ২ তদন্তকারী কর্মকর্তা -পিডব্লিউ৭ তার জিজ্ঞাসাবাদের প্রধানের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ভোর ৪:০০ টায় সেতুর কাছে যখন তারা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেন, তখন অভিযুক্ত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন; ধস্তাধস্তির পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ধস্তাধস্তি ও গ্রেপ্তারের সময় তিনি আহত হন। জেরায় তাকে একটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে গ্রেপ্তারের সময় অভিযুক্ত 'এম' কোনও আঘাত পাননি, তবে, এটি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে যে গ্রেপ্তারের সময় তিনি আঘাত পাননি তা সত্য নয়।

অন্যান্য সাক্ষীদের কাছেও একই পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এবং তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। অতএব, এটি বলা যাবে না যে প্রসিকিউশন অভিযুক্তের আঘাতের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি হাইকোর্ট কর্তৃক উপরোক্ত দিকটিও বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং রেকর্ডে থাকা সম্পূর্ণ প্রমাণ, বিশেষ করে মেডিকেল প্রমাণ এবং এমনকি প্রসিকিউশন এবং আসামিপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষিত ডাক্তারদের জবানবন্দি পুনর্মূল্যায়ন করে হাইকোর্ট কর্তৃক উক্ত বিবৃতিটির প্রশংসা করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ১২] [৫৯৩-জি-এইছ; ৫৯৪-এ-বি]

৩.১ রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুযায়ী ঘটনার স্থান প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়েছে। অভিযুক্তরা কোনও প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে যে ঘটনাটি অভিযুক্তদের একজনের বাড়ির দরজার কাছে ঘটেছিল। এমনকি অভিযুক্তের দ্বারা প্রস্তাবিত ঘটনার স্থানও, যদি পঞ্চনামার কথা বলা হয়, তবে এটি প্রতিরক্ষার মামলাটিকে সমর্থন করে না। উপরোক্ত দিকটি উচ্চ আদালত বিতর্কিত রায়ে বিশদভাবে মোকাবিলা করেছে। প্রাথমিক পাঠশালার কাছে রাস্তায় ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়ে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়েছিল। প্রাথমিক পাঠশালার কাছে রাস্তা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং সেখান থেকে রক্তমাখা গামছা ও তাহমাদও উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের স্থান এবং রক্তমাখা ইট উদ্ধারের স্থানটি অপ্রতিরোধ্য। অতএব, প্রসিকিউশন এফআইআর-এ বর্ণিত ঘটনার স্থান প্রমাণ করেছে। [অনুচ্ছেদ ১৩] |৫৯৬-এ-ডি]

৩. ৩ এখন যতদূর পর্যন্ত বিচার আদালত অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার ক্ষেত্রে অপর একটি কারণ দিয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির গায়ে কোনও আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত ছিল না এবং তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রমাণ চোখের সাক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, ততদূর পর্যন্ত এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রসিকিউশনের ক্ষেত্রে কখনও মৃত ব্যক্তির গায়ে আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতের ঘটনা ঘটেনি। এমনকি সাক্ষীদের প্রমাণ অনুসারে, লাঠি ও বর্শা আঘাত সহ্য করার পরেও, মৃত ব্যক্তি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন যখন অন্য ব্যক্তিরা আসতে শুরু করে এবং সেই জায়গা থেকে চলে যাওয়ার সময় অভিযুক্তদের মধ্যে একজন রামরাজ পাঠক তাঁর পিস্তলটি মৃত ব্যক্তির দিকে ছুড়েছিলেন। সাক্ষীদের ক্ষেত্রে কখনও গুলি মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করেনি। অন্যদিকে, পিডব্লিউ২ বিশেষভাবে বলেছে

যে মৃত ব্যক্তি কোনও আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত পাননি, যদিও রামরাজ পাঠক তাঁর দিকে গুলি চালিয়েছিলেন। পিডব্লিউ২ এবং পিডব্লিউ৪-এর জবানবন্দি, যাঁকে তারকা সাক্ষী বলা যেতে পারে এবং তাঁরা এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। পিডব্লিউ৪-কে বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়। তাঁর জবানবন্দি এফআইআর-এর অভিযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। অতএব, এমনকি আপিলকারীও পিডব্লিউ৪-এর জবানবন্দির উপর নির্ভর করে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন এবং সঠিকভাবে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন, যিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। আপিলকারী-মূল অভিযুক্ত নং. ৪-এর নাম এফআইআর-এর শুরু থেকেই নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁকে নির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য দায়ী করা হয়েছে। পিডব্লিউ ৪-এর প্রমাণ থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছে। বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের দ্বারা কোনও ত্রুটি করা হয়নি। [অনুচ্ছেদ ১৪,১৫,১৭] [৫৯৬-ই-এইচ; ৫৯৭-সি, এইচ; ৫৯৮-এ]

উমেদভাই যাদবভাই বনাম গুজরাট রাজ্য (১৯৭৮) ১ এস. সি. সি ২২৮: [১৯৭৮] ২এসসিআর ৪৭১; বাবু বনাম কেরালা রাজ্য (২০১০) ৯ এস. সি. সি ১৮৯: [২০১০] ৯ এস. সি. আর ১০৩৯; কুলদিপ সিং বনাম পুলিশ কমিশনার (১৯৯৯) ২ এস. সি. সি ১০: [১৯৯৮] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৫৯৪; বিজয় মোহন সিং বনাম স্টেট অফ কর্ণাটক (২০১৯) ৫ এস. সি. সি ৪৩৬: [২০১৯] ৬ এস. সি. আর ৯৯৪; অ্যাটলি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এআইআর ১৯৫৫ এসসি ৮০৭; কে. গোপাল রেড্ডি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (১৯৭৯) ১ এস. সি. সি ৩৫৫: [১৯৭৯] ২. এস. সি. আর ৩৬৩-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৭৮] ২ এস. সি. আর. ৪৭১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬.১
[২০১০] ৯ এস. সি. আর. ১০৩৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭.২
[১৯৯৮] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৫৯৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭.২
[২০১৯] ৬ এস. সি. আর. ৯৯৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭.৩
এ. আই. আর. ১৯৫৫ এস. সি. ৮০৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭.৫
[১৯৭৯] ২. এস. সি. আর. ৩৬৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭.৬
[২০১৯] ১১ এস. সি. আর ৫৫৪	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.১
[২০২০] ১ এস. সি. আর. ৩০৭	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.২
(২০২০) ৯ এস. সি. সি. ৬২৭	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.৩

[২০১৮] ২ এস. সি. আর ৬৫৬	এর উপর নির্ভর	অনুচ্ছেদ ১০.৩
[২০০৪] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৫৬১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
(২০০১) ৬ এস. সি. সি ১৪৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২.১

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৫০২।

১৯৮২ সালের আপিল নং.২৮৯৫-এ এলাহাবাদের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ১৬.০১.২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সিদ্ধার্থ দাভে, প্রবীণ আইনজীবী, আশুতোষ কুমার শর্মা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীগণ

অর্ধেন্দুমাউলি কুমার প্রসাদ, বিকাশ বনসল, আইনজীবীরা বিবাদী।

আদালতের রায় প্রদান করেন **এম. আর. শাহ, বিচারপতি**।

১. অভিযুক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে, ২০১৬.০১.২০১৪ তারিখে এলাহাবাদ বিচারালয়ের উচ্চ আদালত কর্তৃক সরকারী আপিল নং ২৮৯৫/১৯৮২-এ প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ দ্বারা, যা উচ্চ আদালত কর্তৃক রাজ্যের দাখিল করা আপিল মঞ্জুর করেছে এবং নিম্ন আদালতের বিচারকের অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা ৩৪ ধারার সাথে পঠিত অপরাধে খালাসের রায় ও আদেশ বাতিল করেছে, এবং ফলস্বরূপ আপিলকারী - মূল অভিযুক্ত নং ৪-কে উপরোক্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছে, মূল অভিযুক্ত নং ৪ বর্তমান আপিল দায়ের করেছে।

২. অভিযোজনকারী পক্ষের মামলা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি দীর্ঘ বিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে গ্রাম প্রধান ছিলেন। অভিযুক্তগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করতেন। ০৬.১০.১৯৮১ তারিখ সকাল আনুমানিক ০৭:০০ টায়, মৃত ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তার গ্রামের নিকটস্থ যমুনা নদীর তীরের দিকে যাচ্ছিলেন। মৃত ব্যক্তি যখন নগরওয়ার মৌজার বেসিক বিদ্যালয়ের নিকট পৌঁছান, তখন হঠাৎ করে অভিযুক্তগণ চারজন রাম সজীবনের বাজরা ক্ষেত থেকে বেরিয়ে আসে। অভিযুক্ত মুরলিধর পাঠক ও গুরুদত্ত পাঠক লাঠি দ্বারা সজ্জিত ছিলেন, ধর্মরাজ পাঠক বর্শা দ্বারা সজ্জিত ছিলেন এবং রামরাজ পাঠক পিস্তল দ্বারা সজ্জিত ছিলেন। অভিযুক্তগণ মৃত ব্যক্তির ওপর বর্শা ও লাঠি দ্বারা আক্রমণ করেন, ফলে মৃত ব্যক্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অভিযুক্তগণ লাঠি দ্বারা তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। চিৎকার-চেঁচামেচির ফলে, প্রথম প্রতিবেদনকারী শত্রুঘ্ন পাঠক, তার ভাই রামসুখ পাঠক, লালমনি পাঠক ও শিব শঙ্কর, যারা অল্প দূরত্বেই উপস্থিত ছিলেন, মৃত ব্যক্তির দিকে দৌড়ে আসেন, তখন

অভিযুক্ত রামরাজ পাঠক পিস্তল দ্বারা মৃত ব্যক্তির দিকে গুলি চালান এবং সকল আক্রমণকারী তাদের অস্ত্রসহ ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। মৃত ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন।

২.১ শত্রুঘ্ন পাঠক, মৃত ব্যক্তির পুত্র, সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ পঠিত ধারা ৩৪-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) দায়ের করেন। উক্ত এফআইআর তদন্তকারী কর্মকর্তা সুখরাম সোনকর তদন্ত করেন। তিনি সাক্ষীদের বক্তব্য নথিভুক্ত করেন এবং ঘটনাস্থলে পঞ্চনামা প্রস্তুত করেন। তিনি অভিযুক্ত মুরলিধর পাঠককে ০৭.১০.১৯৮১ তারিখ আনুমানিক রাত ০৪:০০ ঘটিকায় গ্রেফতার করেন এবং গ্রেফতারের সময় ফাগওয়া নদীর সেতুর নিকট পুলিশের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত হন।

২.২ ডাঃ নিসার আহমদ মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন এবং মৃত ব্যক্তির দেহে নিম্নলিখিত জীবদ্দশায় প্রাপ্ত আঘাত শনাক্ত করেন—

১) করোটির বাম পারাইটাল অস্থিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ফ্র্যাকচার। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত অস্থি ভেঙে গিয়েছিল। মস্তিষ্কদ্রব্য তরল হয়ে গিয়েছিল।

২) বাম পিন্নায় একাধিক ঘর্ষণজনিত আঘাত।

৩) মাথার তালুর পশ্চাৎভাগে কাটা আঘাত, টিএউ নির্দেশিত, ২ ইঞ্চি × ২ ইঞ্চি। মস্তিষ্কদ্রব্য বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

৪) পশ্চাৎস্থিত অক্সিপিটালের উপরে ছেঁড়াফাটা ক্ষত, ২ ইঞ্চি × ২ ইঞ্চি। মস্তিষ্কদ্রব্য বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

৫) বাম অক্সিপিটালের উপরিভাগে কাটা আঘাত, ২ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি।

৬) হস্তদণ্ডের পার্শ্বীয় অংশে কাটা আঘাত, ১ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি × পেশিগভীর।

৭) মাথার পশ্চাৎস্থ অংশে ছেঁড়াফাটা ক্ষত, ১ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি × পেশিগভীর।

৮) অক্সিপিটালের সামনের অংশে কাটা আঘাত।

৯) বাম পারাইটাল অস্থির উপরিভাগে কাটা আঘাত, ১ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি × মস্তিষ্কগহবর গভীর, মস্তিষ্কদ্রব্য বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

১০) পারাইটাল অস্থির উপরিভাগে কাটা আঘাত, ১ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি। মস্তিষ্কদ্রব্য বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

১১) ফ্রন্টাল অস্থির উপরিভাগে কাটা আঘাত, ১ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি। মস্তিষ্কদ্রব্য বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন অনুসারে, উপরোক্ত আঘাতের ফলে আঘাত এবং রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুর কারণ ছিল।

২.৩ তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত মুরলিধর পাঠকের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন এবং অপর অভিযুক্তগণ পলাতক ছিলেন। পরবর্তীতে, অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হলে, বিষয়টি সেশন আদালতের বিচার্য হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি সেশন আদালতে প্রেরণ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ মৃত রাম আসারে পাঠকের হত্যার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অধীন অভিযুক্ত হন। সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিই অভিযোগ অস্বীকার করেন, ফলে তাদের বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধের বিচার কার্যক্রম শুরু হয়।

২.৪ মামলাটি প্রমাণ করার জন্য, অভিযোজনকারী পক্ষ মোট আটজন সাক্ষী উপস্থাপন করে। সাক্ষী পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৪ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং পিডব্লিউ-৭ তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন। বিচার প্রক্রিয়া শেষে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ ঘোষণা করেন, মূলত এই ভিত্তিতে যে, পিডব্লিউ-১ থেকে পিডব্লিউ-৪ সাক্ষীগণ আত্মীয় এবং স্বার্থান্বেষী ছিলেন; কোনো স্বাধীন সাক্ষীকে উপস্থাপন করা হয়নি; পিডব্লিউ-২ ও পিডব্লিউ-৪, মৃত ব্যক্তির পুত্র, ঘটনাস্থলে আকস্মিক সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন; অভিযোজনকারী পক্ষ ঘটনাস্থলে ঘটনার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হন এবং মৃত ব্যক্তির উক্ত স্থানে যাওয়ার যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করতে পারেননি; মৃত ব্যক্তির দেহে অগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত ছিল না; এবং অভিযুক্ত মুরলিধর পাঠকের শরীরে থাকা আঘাতের ব্যাখ্যা অভিযোজনকারী পক্ষ প্রদান করেননি।

৩. বিচারিক আদালতের দ্বারা প্রদত্ত অভিযুক্তদের খালাসের আদেশে রাষ্ট্র অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে উচ্চ আদালতে আপিল দায়ের করে। আপিল চলাকালীন সময়ে, অভিযুক্ত নং ১ থেকে ৩ মৃত্যুবরণ করেন, ফলে তাদের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র মূল অভিযুক্ত নং ৪-এর বিরুদ্ধে আপিল কার্যক্রম চলমান থাকে। পুনরায় সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে এবং বিচারিক আদালতের আদেশকে ত্রুটিপূর্ণ বলে গণ্য করে, উচ্চ আদালত আপিল মঞ্জুর করেন এবং অভিযুক্ত নং ৪-কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেন ও তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন।

৪. উচ্চ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক বিচারিক আদালতের খালাসের আদেশ বাতিল করার ফলে, দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি—মূল অভিযুক্ত নং ৪, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অধীনে দণ্ডিত হওয়ার বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছেন।

৫. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী নিম্নলিখিত বক্তব্য রেখেছেন:

i) উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তিসঙ্গত খালাসের রায় এবং আদেশ বাতিল করে এবং ফলস্বরূপ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে;

ii) নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক, প্রকৃতপক্ষে, অভিযুক্তকে খালাস দিতে কোনো ত্রুটি করেননি;

iii) উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়নি;

iv) সমস্ত অভিযোগপক্ষের সাক্ষী - তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শী - পিডব্লিউ১ থেকে পিডব্লিউ৪ সবাই আত্মীয় এবং আগ্রহী সাক্ষী;

v) কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি;

vi) নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক যেমন সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, পিডব্লিউ২ এবং পিডব্লিউ৪ হলেন সুযোগের সাক্ষী;

vii) চিকিৎসা প্রমাণ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে কোনো আঘাত পাওয়া যায়নি এবং তাই এটি অভিযোগপক্ষের মামলাকে মিথ্যা প্রমাণ করে;

viii) অভিযোগপক্ষ অভিযুক্ত মুরলীধর পাঠকের শরীরে আঘাতের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে;

ix) চিকিৎসা প্রমাণ অভিযোগপক্ষের মামলা সমর্থন করে না;

x) এফআইআরটি পূর্ব-তারিখযুক্ত ছিল এবং

xi) অভিযোগপক্ষ ঘটনার সঠিক স্থান প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৫.১ আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, এই আদালতের ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত অনুসারে, যখন দুটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব হয় এবং নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশ রেকর্ডে থাকা প্রমাণের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে হয়, তখন উচ্চ আদালত এই ধরনের খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করবে না। তিনি জমা দিয়েছেন যে বর্তমান মামলায় উচ্চ আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৮ ধারার অধীনে একটি আপিলে খালাসের আদেশ বাতিল করেছে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৮ ধারার পরিধির বাইরে ক্ষমতা/এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে।

৫.২ উপরোক্ত দাখিলপত্র পেশ করে, বর্তমান আপিল গ্রহণ এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল করার এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তিসঙ্গত রায় ও খালাসের আদেশ পুনর্বহাল করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

৬. উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের প্রতিপক্ষ-রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ স্থায়ী আইনজীবী বর্তমান আপিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী তীব্রভাবে জমা দিয়েছেন যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, উচ্চ আদালত খালাসের রায় ও আদেশ বাতিল করে এবং ফলস্বরূপ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে কোনো ত্রুটি করেনি।

৬.১ জমা দেওয়া হয়েছে যে, নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম আপিল আদালত হওয়ায়, উচ্চ আদালত রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণ পুনরায় মূল্যায়ন করে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ন্যায়সঙ্গত। উমেদভাই যাদবভাই বনাম গুজরাট রাজ্য (১৯৭৮) ১ এসসিসি ২২৮ মামলার এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

৬.২ জমা দেওয়া হয়েছে যে, বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে উচ্চ আদালত সেই কারণগুলি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে যার ভিত্তিতে নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছিলেন এবং অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার কারণগুলি আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং রেকর্ডে থাকা প্রমাণের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বিকৃত, তা খুঁজে পাওয়ার পর উচ্চ আদালত সঠিকভাবে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

৬.৩ আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমান মামলায় অভিযোগপক্ষ ঘটনার প্রকৃত স্থান/ঘটনা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণ করেছে এবং অভিযুক্তদের একজনের - মুরলীধর পাঠকের আঘাতের ব্যাখ্যা দিয়েছে।

৬.৪ জমা দেওয়া হয়েছে যে, এমনকি ৩১৩ ধারার বিবৃতিতে, আপিলকারী - মূল অভিযুক্ত নং ৪ শত্রুতার কথাও উল্লেখ করেছে। জমা দেওয়া হয়েছে যে, তাই আপিলকারী মূল অভিযুক্ত নং ৪ এর মতেও, মৃত ব্যক্তি এবং অভিযুক্তের মধ্যে শত্রুতা ছিল।

৬.৫ আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি। জমা দেওয়া হয়েছে যে, যখন পরীক্ষিত সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, তখন নিরপেক্ষ সাক্ষীদের পরীক্ষা না করা অভিযোগপক্ষের মামলার জন্য মারাত্মক হবে না।

৬.৬ আরও বলা হয় যে, বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আরেকটি কারণ, যা হাইকোর্ট বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে, তা হলো,

আগ্নেয়াস্ত্রের কোনও আঘাত ছিল না এবং আগ্নেয়াস্ত্রটিও উদ্ধার করা হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দিতে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, গুলি চালানো হয়েছিল কিন্তু তা বাতাসে ছিল এবং আগ্নেয়াস্ত্রের কোনও আঘাত লাগেনি।

৬.৭ জমা দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমান মামলায় প্রত্যক্ষদর্শী পিডব্লিউ২ এবং পিডব্লিউ৪ অভিযোগপক্ষের মামলাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছে এবং সেই কারণে উচ্চ আদালত সঠিকভাবে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

৭. আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে শুনেছি। আমরা নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় এবং আদেশ এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক খালাস বাতিল করে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার বিতর্কিত রায় এবং আদেশটি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছি এবং খতিয়ে দেখেছি, যাতে আমরা নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারি যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় এবং আদেশ বাতিল করে এবং ফলস্বরূপ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ন্যায়সঙ্গত কিনা।

৭.১ আমরা এই বিষয়ে সচেতন যে, এটি উচ্চ আদালত কর্তৃক খালাস বাতিলের একটি মামলা। অতএব, প্রথম এবং সর্বাগ্রে যে বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে ন্যায়সঙ্গত কিনা?

৭.২ বাবু বনাম কেরালা রাজ্য (২০১০) ৯ এসসিসি ১৮৯ মামলায়, এই আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৮ ধারার অধীনে খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে অনুসরণ করার নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করেছে। ১২ থেকে ১৯ অনুচ্ছেদে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছে:

"১২. এই আদালত বারবার নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় এবং আদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য উচ্চ আদালতের নির্দেশিকা নির্ধারণ করেছে। আপিল আদালতের সাধারণত এমন ক্ষেত্রে খালাসের রায় বাতিল করা উচিত নয় যেখানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব, যদিও আপিল আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি আরও সম্ভাব্য হতে পারে। খালাসের রায়ের সাথে মোকাবিলা করার সময়, আপিল আদালতকে রেকর্ডের সমস্ত প্রমাণ বিবেচনা করতে হবে, যাতে নিম্ন আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত বা অন্যথায় অগ্রহণযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করা যায়। আপিল আদালত বিবেচনা করার অধিকারী যে, তথ্যের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময়, নিম্ন আদালত গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে কিনা এবং/অথবা আইনের পরিপন্থী রেকর্ডে আনা প্রমাণ বিবেচনা করেছে কিনা। একইভাবে, প্রমাণের বোঝা ভুলভাবে স্থাপন করাও আপিল আদালত কর্তৃক যাচাইয়ের বিষয় হতে পারে। (দেখুন

বালক রাম বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (১৯৭৫) ৩ এস. সি. সি. ২১৯, শম্ভূ মিসির বনাম বিহার রাজ্য (১৯৯০) ৪ এস. সি. সি. ১৭, শৈলেন্দ্র প্রতাপ বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০০৩) ১ এস. সি. সি. ৭৬১, নরেন্দ্র সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০০৪) ১০ এস. সি. সি. ৬৯৯, বুদ্ধ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০০৬) ৯ এস. সি. সি. ৭৩১, উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম রাম বীর সিং (২০০৭) ১৩ এস. সি. সি. ১০২, এস. রাম কৃষ্ণ বনাম রামি রেড্ডি (২০০৮) ৫ এস. সি. সি. ৫৩৫, অরুলভেলু বনাম রাজ্য (২০০৯) ১০ এস. সি. সি. ২০৬, পেরলা সোমশেখর রেড্ডি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (২০০৯) ১৬ এস. সি. সি. ৯৮ এবং রাম সিং বনাম রাজ্য হিমাচাল প্রদেশ (২০১০) ২ এসসিসি ৪৪৫)

১৩. শেও স্বরূপ বনাম রাজা সম্রাট এ. আই. আর ১৯৩৪ পি. সি. ২২৭-এ, প্রিভি কাউন্সিল নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ (আই. এ. পৃ. ৪০৪)

"...উচ্চ আদালতের উচিত এবং সর্বদা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে যথাযথ গুরুত্ব ও বিবেচনা দেওয়া: (১) সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে বিচারকের মতামত; (২) অভিযুক্তের পক্ষে নির্দোষতার অনুমান, একটি অনুমান যা অবশ্যই দুর্বল হয় না কারণ তাকে তার বিচারে খালাস দেওয়া হয়েছে; (৩) কোনো সন্দেহের সুবিধা পাওয়ার জন্য অভিযুক্তের অধিকার; এবং (৪) একজন বিচারক যিনি সাক্ষীদের দেখার সুবিধা পেয়েছিলেন তার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে আপিল আদালতের ধীরগতি।"

১৪. আইনের উপরোক্ত নীতি এই আদালত ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে আসছে। (তুলসিরাম কানু বনাম রাজ্য এআইআর ১৯৫৪ এসসি ১, বলবীর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এআইআর ১৯৫৭ এসসি ২১৬, এম.জি. আগরওয়াল বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এআইআর ১৯৬৩ এসসি ২০০, খেদু মাহতোন বনাম বিহার রাজ্য (১৯৭০) ২ এসসিসি ৪৫০, সম্বশিবন বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৪১২, ভগবান সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০০২) ৪ এসসিসি ৮৫ এবং গোয়া রাজ্য বনাম সঞ্জয় ঠাকরান (২০০৭) ৩ এসসিসি ৭৫৫ দেখুন)

১৫. চন্দ্রাপ্পা বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০৭) ৪ এসসিসি ৪১৫ এ, এই আদালত আইনি অবস্থানটি নিম্নরূপ পুনর্ব্যক্ত করেছে: (এসসিসি পৃ. ৪৩২, অনুচ্ছেদ ৪২)

"(১) একটি আপিল আদালতের খালাসের আদেশের ভিত্তি যে প্রমাণের উপর, সেই প্রমাণ পর্যালোচনা, পুনঃমূল্যায়ন এবং পুনর্বিবেচনা করার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

(২) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কোনো সীমাবদ্ধতা, নিষেধাজ্ঞা বা শর্ত আরোপ করে না এবং একটি আপিল আদালত তার সামনে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে তথ্য এবং আইন উভয় প্রশ্নের উপর নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে।

(৩) বিভিন্ন অভিব্যক্তি, যেমন, 'যথেষ্ট এবং বাধ্যতামূলক কারণ', 'ভালো এবং পর্যাপ্ত ভিত্তি', 'খুব শক্তিশালী পরিস্থিতি', 'বিকৃত উপসংহার', 'চোখ ধাঁধানো ভুল' ইত্যাদি, খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে আপিল আদালতের বিস্তৃত ক্ষমতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে নয়। এই ধরনের বাক্যাংশগুলি 'ভাষার অলঙ্কার'-এর মতো, যা খালাসের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে আপিল আদালতের অনিচ্ছাকে জোর দেওয়ার জন্য, আদালতের প্রমাণ পর্যালোচনা করার এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতা হ্রাস করার চেয়ে বেশি।

(৪) একটি আপিল আদালতকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, খালাসের ক্ষেত্রে, অভিযুক্তের পক্ষে দ্বিগুণ অনুমান রয়েছে। প্রথমত, ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতি অনুসারে তার জন্য নির্দোষতার অনুমান উপলব্ধ, যা বলে যে প্রতিটি ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে অনুমান করা হবে যতক্ষণ না তাকে একটি উপযুক্ত আদালত দ্বারা দোষী প্রমাণিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, অভিযুক্ত তার খালাস নিশ্চিত করার পরে, তার নির্দোষতার অনুমান আরও জোরদার, পুনর্ব্যক্ত এবং শক্তিশালী হয় বিচার আদালত দ্বারা।

(৫) রেকর্ডে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে যদি দুটি যুক্তিসঙ্গত উপসংহার সম্ভব হয়, তবে আপিল আদালতের বিচার আদালত কর্তৃক রেকর্ড করা খালাসের সিদ্ধান্তকে বিরক্ত করা উচিত নয়।"

১৬. ঘুরে লাল বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (২০০৮) ১০ এসসিসি ৪৫০-এ, এই আদালত উক্ত মতামত পুনর্ব্যক্ত করে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, আপিল আদালত যে মামলাগুলিতে বিচার আদালত অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছে, সেই মামলাগুলির সাথে মোকাবিলা করার সময়, আপিল আদালতের মনে রাখা উচিত যে, বিচার আদালতের খালাস এই অনুমানকে সমর্থন করে যে, তিনি নির্দোষ। আপিল আদালতকে বিচার আদালতের সিদ্ধান্তে যথাযথ গুরুত্ব এবং বিবেচনা দিতে হবে, কারণ বিচার আদালতের সাক্ষীদের আচরণ দেখার স্বতন্ত্র সুবিধা ছিল এবং সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়ন করার জন্য একটি উন্নত অবস্থানে ছিল।

১৭. রাজস্থান রাজ্য বনাম নরেশ (২০০৯) ৯ এসসিসি ৩৬৮-এ, আদালত আবার এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলি পরীক্ষা করে এবং নির্ধারণ করে যে: (এসসিসি পৃ. ৩৭৪, অনুচ্ছেদ ২০)

"২০. ... খালাসের আদেশে হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এমনকি যদি আদালত বিশ্বাস করে যে অভিযুক্তের দিকে আঙুল তোলা কিছু প্রমাণ রয়েছে।"

১৮. স্টেট অফ ইউ.পি. বনাম ব্যান (২০০৯) ৪ এসসিসি ২৭১ মামলায়, এই আদালত কিছু দৃষ্টান্তমূলক পরিস্থিতি দিয়েছে যেখানে

হাইকোর্টের খালাসের রায়ে হস্তক্ষেপ করা আদালতের পক্ষে ন্যায্য হবে। পরিস্থিতিগুলির মধ্যে রয়েছে: (এসসিসি পৃ. ২৮৬, অনুচ্ছেদ ২৮

"(i) উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত আইনি অবস্থান উপেক্ষা করে আইনের সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে;

(ii) উচ্চ আদালতের উপসংহার রেকর্ডে থাকা প্রমাণ এবং নথির বিপরীত;

(iii) প্রমাণ নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্টতই অবৈধ ছিল, যা গুরুতর বিচার বিভ্রাটের দিকে পরিচালিত করে;

(iv) উচ্চ আদালতের রায়টি স্পষ্টতই অন্যায় এবং অযৌক্তিক, মামলার রেকর্ডে থাকা ত্রুটিপূর্ণ আইন এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে;

(v) এই আদালতকে সর্বদা উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব এবং বিবেচনা দিতে হবে;

(vi) যখন সেশন আদালত এবং উচ্চ আদালত উভয়ই খালাসের আদেশ রেকর্ড করেছে, তখন এই আদালত মামলায় হস্তক্ষেপ করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক হবে।"

ধনপাল বনাম রাজ্য (২০০৯) ১০ এসসিসি ৪০১-এ এই আদালত অনুরূপ মতামত পুনর্ব্যক্ত করেছে

১৯. সুতরাং, এই বিষয়ে আইনটি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে যে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যেখানে বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি রয়েছে এবং আপিলের অধীনে থাকা রায়টি বিকৃত বলে প্রমাণিত হয়, আপিল আদালত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে। আপিল আদালতের অভিযুক্তের নির্দোষতার অনুমান এবং আরও যে বিচার আদালতের খালাস তার নির্দোষতার অনুমানকে শক্তিশালী করে তা মনে রাখা উচিত। অন্য দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব হলে নিয়মিতভাবে হস্তক্ষেপ করা এড়ানো উচিত, যদি না হস্তক্ষেপের জন্য ভালো কারণ থাকে।"

(গুরুত্ব যোগ করা হয়েছে)

৭.২.১ যখন একটি আদালত দ্বারা রেকর্ড করা তথ্যের সিদ্ধান্তগুলিকে বিকৃত বলা যেতে পারে, তখন উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ২০ অনুচ্ছেদে আলোচনা ও বিবেচনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"২০. একটি আদালত দ্বারা রেকর্ড করা তথ্যের সিদ্ধান্তগুলিকে বিকৃত বলা যেতে পারে যদি সিদ্ধান্তগুলি প্রাসঙ্গিক উপাদান উপেক্ষা বা বাদ দিয়ে বা অপ্রাসঙ্গিক/অগ্রহণযোগ্য উপাদান বিবেচনা করে নেওয়া হয়। যদি "প্রমাণের ওজনের বিরুদ্ধে" হয়, অথবা যদি অনুসন্ধানটি এতটাই তীব্রভাবে যুক্তিকে অস্বীকার করে যে অযৌক্তিকতার কুফল ভোগ করে, তাহলে তাকে বিকৃতও বলা যেতে পারে।

(রাজিন্দর কুমার কিন্ড্রা বনাম দিল্লি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (১৯৮৪) ৪ এসসিসি ৬৩৫, আবগারি এবং কর কর্মকর্তা-কাম-মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ বনাম গোপী নাথ অ্যান্ড সন্স ১৯৯২ সাপ্লিমেন্ট (২) এসসিসি ৩১২, ত্রিবেণী রাবার অ্যান্ড প্লাস্টিকস বনাম সিসিই ১৯৯৪ সাপ্লিমেন্ট (৩) এসসিসি ৬৬৫, গয়া দিন বনাম হনুমান প্রসাদ (২০০১) ১ এসসিসি ৫০১, আরুভেলু বনাম রাজ্য (২০০৯) ১০ এসসিসি ২০৬ এবং গামিনী বালা কোটেশ্বর রাও বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (২০০৯) ১০ এসসিসি ৬৩৬ দেখুন)।"

(গুরুত্ব যোগ করা হয়েছে)

৭.২.২ কুলদীপ সিং বনাম পুলিশ কমিশনার (১৯৯৯) ২ এসসিসি ১০ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করে আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, যদি কোনো প্রমাণ না থাকার ভিত্তিতে বা সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস্য প্রমাণের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় এবং কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি তার উপর কাজ না করে, তবে আদেশটি বিকৃত হবে। কিন্তু যদি রেকর্ডে কিছু প্রমাণ থাকে যা গ্রহণযোগ্য এবং যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে, তবে উপসংহারগুলিকে বিকৃত বলে গণ্য করা হবে না এবং সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

৭.৩ বিজয় মোহন সিং বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৯) ৫ এসসিসি ৪৩৬ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তে, এই আদালত আবার ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৮ ধারার পরিধি এবং খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। এই আদালত ১৯৫২ সাল থেকে এই আদালতের ধারাবাহিক সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করেছে। ৩১ অনুচ্ছেদে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছে:

"৩১. উমেদভাই যাদবভাই (১৯৭৮) ১ এসসিসি ২২৮-এ এই আদালতের সামনে একটি অভিন্ন প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছিল। এই আদালতের সামনে মামলায়, উচ্চ আদালত রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করেছিল। যাইহোক, খালাস বাতিল করার সময়, উচ্চ আদালত অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি বিবেচনা করেনি। উচ্চ আদালতের রায় নিশ্চিত করে, এই আদালত ১০ অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত করেছে: (এসসিসি পৃ. ২৩৩)

"১০. একবার খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল সঠিকভাবে গ্রহণ করা হলে, উচ্চ আদালত সম্পূর্ণ প্রমাণ স্বাধীনভাবে পুনঃমূল্যায়ন করতে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অধিকারী ছিল। সাধারণত, হাইকোর্ট দায়রা জজের মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দেবে যদি প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়নের পরে এটি উপনীত হয়।

এই নিয়মটি বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য হবে না যেখানে সেশন বিচারক মামলার বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নিষ্পত্তিমূলক দিকের সম্পূর্ণ ভুল অনুমান করেছেন।"

৩১.১. সম্বশিবন বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৪১২-এ, উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশ বাতিল করে এবং রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। যাইহোক, উচ্চ আদালত এই প্রশ্নের উপর তার উপসংহার রেকর্ড করেনি যে প্রমাণ নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই অবৈধ ছিল কিনা বা এর দ্বারা প্রাপ্ত উপসংহারগুলি সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য ছিল কিনা। নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাস বাতিল করে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ নিশ্চিত করে, এই আদালত সন্তুষ্ট হওয়ার পরে যে নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশটি বিকৃত ছিল এবং দুর্বলতায় ভুগছিল, উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে। উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ নিশ্চিত করার সময়, এই আদালত ৮ অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করেছে: (এসসিসি পৃ. ৪১৬)

৮. হাইকোর্ট উপরে উল্লিখিত নীতিগুলি মেনে চলছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আপিলের রায় পর্যালোচনা করেছি। আমরা দেখতে পেয়েছি যে হাইকোর্ট রমেশ বাবুলাল দোশি বনাম গুজরাট রাজ্য (১৯৯৬) ৯ এসসিসি ২২৫ মামলায় এই আদালত যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে, সেইভাবে কঠোরভাবে পদক্ষেপ নেয়নি। প্রথমে এই প্রশ্নের উপর তার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ মোকাবেলায় ট্রায়াল কোর্টের পদ্ধতি স্পষ্টতই অবৈধ ছিল নাকি এর দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য ছিল, যা কেবল খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপকে ন্যায্যতা দেবে যদিও হাইকোর্ট তার সামনে উত্থাপিত সমস্ত বিরোধের যথাযথভাবে সমাধান করে একটি সুবিবেচিত রায় দিয়েছে। কিন্তু তাহলে এই অমান্য কি আপিলের রায় বাতিল করার ন্যায্যতা প্রমাণ করবে? আমরা মনে করি, না। আমাদের মতে, এই ধরনের ক্ষেত্রে, আপিল আদালতের রায়ের বৈধতা বিবেচনা করে আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি, যা ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বাতিল করেছে, তার উচিত নিজেকে সন্তুষ্ট করা যে সাক্ষ্যপ্রমাণ মোকাবেলায় ট্রায়াল কোর্টের পদ্ধতি স্পষ্টতই অবৈধ ছিল কিনা বা এর দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টতই অস্থিতিশীল এবং আপিল আদালতের রায় সেই দুর্বলতা থেকে মুক্ত কিনা;

যদি তাই হয় তবে ধরে নেওয়া যায় যে ট্রায়াল কোর্টের রায় হস্তক্ষেপের জন্য উপযুক্ত। এই ধরনের ক্ষেত্রে, স্পষ্টতই আপিল আদালতের রায়কে বিঘ্নিত করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু অন্যদিকে, যদি আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ট্রায়াল কোর্টের রায়ে কোনও দুর্বলতা নেই, তাহলে এটি ধরে নেওয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে খালাসের আদেশে আপিল আদালতের হস্তক্ষেপ ন্যায্য ছিল না; তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে দুটি যুক্তিসঙ্গত মতামতের ভিত্তিতে আপিল আদালতের রায় বাতিল করতে হবে, শুধুমাত্র খালাসের সমর্থনকারী মতামতকেই বহাল রাখতে হবে। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই মামলায় বিচারিক আদালতের রায় পরীক্ষা করে দেখব।"

৩১.২. কে. রামকৃষ্ণান উন্নীথান বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৯) ৩ এসসিসি ৩০৯-এ, অভিযুক্তের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর অভিযোগে কিছু সারবত্তা রয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ করার পরে, উচ্চ আদালত খালাসের আদেশ দেওয়ার জন্য বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত কারণের দিকে মনোযোগ দেয়নি, এই আদালত উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ বাতিল করতে অস্বীকার করে, কারণ সেশন বিচারকের খালাসের আদেশ রেকর্ড করার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ছিল না এবং বিজ্ঞ সেশন বিচারক কর্তৃক বিভিন্ন দিকের উপর প্রাপ্ত উপসংহারগুলি অগ্রহণযোগ্য ছিল। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সেশন বিচারক অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় প্রাসঙ্গিক/গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বাতিল করতে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না, তাই উচ্চ আদালত প্রমাণ পুনঃমূল্যায়ন করতে এবং নিজস্ব উপসংহার রেকর্ড করতে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল। এই আদালত প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রমাণ পরীক্ষা করে এবং মতামত দেয় যে, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য বাতিল করার জন্য বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি মোটেই যুক্তিসঙ্গত ছিল না। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, বিচার আদালত কর্তৃক প্রমাণের মূল্যায়ন স্পষ্টতই ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তাই বিজ্ঞ সেশন বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করা উচ্চ আদালতের কর্তব্য ছিল।

৩১.৩. অ্যাটলি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এআইআর ১৯৫৫ এসসি ৮০৭-এ, ৫ অনুচ্ছেদে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছে: (এআইআর পৃ. ৮০৯-১০)

"৫. আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, বিচারিক আদালতের রায় খালাসের রায় হওয়ায়, হাইকোর্টের কেবল রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এটি বাতিল করা উচিত ছিল না,

যদি না তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে বিচারক বিচারকের রায় বিকৃত ছিল। আমাদের মতে, এটা বলা ঠিক নয় যে, যদি না আপিল আদালত ৪১৭ ধারার অধীনে আপিলের রায় বিকৃত বলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে আপিলের অধীনে খালাসের রায় বিকৃত ছিল, তাহলে তারা সেই আদেশ বাতিল করতে পারবে না।

এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে যে, খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে উচ্চ আদালতের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রমাণ পর্যালোচনা করা এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসা উন্মুক্ত, অবশ্যই, সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মটি মনে রেখে যে, অভিযুক্তের নির্দোষতার অনুমান দুর্বল হয় না বরং বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় দ্বারা শক্তিশালী হয়, যার সাক্ষীদের আচরণ পর্যবেক্ষণের সুবিধা ছিল যাদের সাক্ষ্য তার উপস্থিতিতে রেকর্ড করা হয়েছে।

এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আপিল আদালতের খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে প্রমাণের মূল্যায়নের বিস্তৃত ক্ষমতা রয়েছে, যেমন দোষী সাব্যস্ত করার আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে, এই শর্ত সাপেক্ষে যে, নির্দোষতার অনুমান যা দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচার আদালতে শুরু করে, তা আপিল পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং আপিল আদালতের বিচার আদালতের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত যা খালাসের আদেশ রেকর্ড করেছে।

যদি আপিল আদালত সেই নীতিগুলি মনে রেখে প্রমাণ পর্যালোচনা করে এবং বিপরীত সিদ্ধান্তে আসে, তবে রায়টি ত্রুটিপূর্ণ বলা যাবে না। (এই প্রসঙ্গে বারে উদ্ধৃত মামলাগুলি দেখুন, যথা, সুরজপাল সিং বনাম রাজ্য এআইআর ১৯৫২ এসসি ৫২; বিলায়েত খান বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এআইআর ১৯৫৩ এসসি ১২২) আমাদের মতে, আপিলকারীর পক্ষে উত্থাপিত এই যুক্তিতে কোনো সারবত্তা নেই যে, উচ্চ আদালত সম্পূর্ণ প্রমাণ পর্যালোচনা করতে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসতে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

৩১.৪. কে. গোপাল রেড্ডি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (১৯৭৯) ১ এসসিসি ৩৫৫-এ, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেখানে বিচার আদালত কল্পনাপ্রসূত সন্দেহের দ্বারা বেষ্টিত হতে দেয়, সামান্য কারণে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রমাণের এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নেয় যা প্রায় অসম্ভব, সেখানে ন্যায়বিচারের স্বার্থে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ করা স্পষ্ট কর্তব্য, যাতে ন্যায়বিচার প্রশাসনকে উপহাসের পাত্র না করা হয়।"

(গুরুত্ব যোগ করা হয়েছে)

৭.৪ উমেদভাই যাদবভাই (উপরোক্ত) মামলায়, ১০ অনুচ্ছেদে, পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছে:

"১০. একবার খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল সঠিকভাবে গ্রহণ করা হলে, উচ্চ আদালত সম্পূর্ণ প্রমাণ স্বাধীনভাবে পুনঃমূল্যায়ন করতে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসতে অধিকারী ছিল। সাধারণত, উচ্চ আদালত সেশন বিচারকের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবে যদি তা প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়নের পরে পৌঁছানো হয়। এই নিয়মটি বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য হবে না যেখানে সেশন বিচারক মামলার বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নিষ্পত্তিমূলক দিকের সম্পূর্ণ ভুল অনুমান করেছেন।"

৭.৫ অ্যাটলি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এআইআর ১৯৫৫ এসসি ৮০৭ মামলায়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছে:

"৫. আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, বিচার আদালতের রায় যেহেতু খালাসের রায়, তাই উচ্চ আদালতের উচিত অভিযোগপক্ষের পক্ষে পেশ করা প্রমাণের নিছক মূল্যায়নের ভিত্তিতে এটি বাতিল করা উচিত নয়, যতক্ষণ না এটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে বিচার বিচারকের রায়টি বিকৃত ছিল। আমাদের মতে, এটা বলা সঠিক নয় যে, যতক্ষণ না ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১৭ ধারার অধীনে আপিলে আপিল আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে আপিলের অধীনে খালাসের রায়টি বিকৃত ছিল, ততক্ষণ এটি সেই আদেশ বাতিল করতে পারে না।

এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে যে, খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে উচ্চ আদালতের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রমাণ পর্যালোচনা করা এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসা উন্মুক্ত, অবশ্যই, সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মটি মনে রেখে যে, অভিযুক্তের নির্দোষতার অনুমান দুর্বল হয় না বরং বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় দ্বারা শক্তিশালী হয়, যার সাক্ষীদের আচরণ পর্যবেক্ষণের সুবিধা ছিল যাদের সাক্ষ্য তার উপস্থিতিতে রেকর্ড করা হয়েছে।

এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আপিল আদালতের খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে প্রমাণের মূল্যায়নের বিস্তৃত ক্ষমতা রয়েছে, যেমন দোষী সাব্যস্ত করার আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে, এই শর্ত সাপেক্ষে যে, নির্দোষতার অনুমান যা দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচার আদালতে শুরু করে, তা আপিল পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং আপিল আদালতের বিচার আদালতের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত যা খালাসের আদেশ রেকর্ড করেছে।"

যদি আপিল আদালত সেই নীতিগুলি মনে রেখে প্রমাণ পর্যালোচনা করে এবং বিপরীত সিদ্ধান্তে আসে, তবে রায়টি ত্রুটিপূর্ণ বলা যাবে না। (এই প্রসঙ্গে বারে উদ্ধৃত মামলাগুলি দেখুন, যথা, সুরজপাল সিং বনাম রাজ্য ১৯৫২ ক্রিএলজে৩৩১; বিলায়েত খান বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, এআইআর ১৯৫৩ এসসি ১২২) আমাদের মতে, আপিলকারীর পক্ষে উত্থাপিত এই যুক্তিতে কোনো সারবত্তা নেই যে, উচ্চ আদালত সম্পূর্ণ প্রমাণ পর্যালোচনা করতে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসতে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।"

৭.৬ কে. গোপাল রেড্ডি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (১৯৭৯) ১ এসসিসি ৩৫৫-এর মামলায়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেখানে বিচার আদালত কল্পনাপ্রসূত সন্দেহের দ্বারা বেষ্টিত হতে দেয়, সামান্য কারণে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রমাণের এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নেয় যা প্রায় অসম্ভব, সেখানে ন্যায়বিচারের স্বার্থে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ করা স্পষ্ট কর্তব্য, যাতে ন্যায়বিচার প্রশাসনকে উপহাসের পাত্র না করা হয়।

৮. হাতে থাকা মামলার তথ্যের উপর এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করে, এটা বিবেচনা করতে হবে যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে ন্যায়সঙ্গত কিনা?

৮.১ নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক যে কারণগুলির ভিত্তিতে অভিযুক্তকে খালাস দিয়েছেন তা বিতর্কিত রায়ে উচ্চ আদালত বর্ণনা করেছে, যা নিম্নরূপ:

১. রাম আসারে পাঠকের খুনের জন্য অভিযুক্তদের উদ্দেশ্য এই মামলায় তাদের মিথ্যা জড়িত থাকার কারণ হতে পারে;

২. বদরী প্রসাদ (পি.ডব্লিউ.১) এবং লাল মণি (পি.ডব্লিউ.৩) হলেন সুযোগের সাক্ষী, যেখানে শত্রুঘ্ন প্রসাদ পাঠক (পি.ডব্লিউ.২), লাল মণি (পি.ডব্লিউ.৩) এবং রাম গণেশ পাঠক (পি.ডব্লিউ.৪) হলেন ঘটনার সাক্ষী যারা আত্মীয় এবং আগ্রহী সাক্ষী, কারণ শত্রুঘ্ন প্রসাদ পাঠক (পি.ডব্লিউ.২) এবং রাম গণেশ পাঠক (পি.ডব্লিউ.৪) হলেন মৃত ব্যক্তির পুত্র, যেখানে লাল মণি (পি.ডব্লিউ.৩) হলেন আত্মীয় যা রেকর্ডে প্রতিষ্ঠিত;

৩. কোনো নিরপেক্ষ সরকারি সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি। তার মতে, এমনকি মৃত ব্যক্তির পুত্র পি.ডব্লিউ.২ এবং পি.ডব্লিউ.৪-কেও সুযোগের সাক্ষী হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে;

৪. অভিযোগপক্ষ ঘটনার স্থান প্রমাণ করেনি এবং মৃত ব্যক্তির প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাওয়ার কথা থাকলে কথিত স্থানে পৌঁছানোর কোনো সুযোগ ছিল না;

৫. মৃত ব্যক্তির শরীরে আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতের অনুপস্থিতি অভিযোগপক্ষের সাক্ষীদের উপস্থিতিকে মিথ্যা প্রমাণ করে;

৬. এফ.আই.আরটি পূর্ব-তারিখযুক্ত;

৭. অভিযোগপক্ষ অভিযুক্ত মুরলীধর পাঠকের আঘাতের ব্যাখ্যা দেয়নি;

৮. যদিও অভিযুক্তরা তাদের আত্মরক্ষায় কোনো প্রমাণ পেশ করেনি যে মৃত ব্যক্তি মুরলীধর পাঠকের দরজায় আঘাত পেয়েছিল বা তার শরীরে আঘাত জনতা বা জনসাধারণের দ্বারা করা হয়েছিল, বা মুরলীধর পাঠক মৃত ব্যক্তির প্ররোচনায় তার নিজের দরজায় আঘাত পেয়েছিল, তবুও যেকোনো ক্ষেত্রে, অভিযুক্তদের ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলা যায় না।

উপরোক্ত প্রতিটি কারণ উচ্চ আদালত বিশদভাবে আলোচনা করেছে এবং রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে উচ্চ আদালত বিশেষভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক রেকর্ড করা সিদ্ধান্তগুলি বিকৃত এবং তারপরে উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় এবং আদেশে হস্তক্ষেপ করেছে।

৯. অভিযুক্তের পক্ষে এই জমা দেওয়ার বিষয়ে যে কোনো উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়নি, উচ্চ আদালত এটি বিশদভাবে আলোচনা করেছে। উচ্চ আদালত সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যখন প্রত্যক্ষদর্শীদের আকারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য হয়, তখন উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি তুচ্ছ। বর্তমান মামলায়, ৩১৩ ধারার বিবৃতিতে, আপিলকারী - মূল অভিযুক্ত নং ৪ নিজেও বলেছে যে শত্রুতা ছিল। অতএব, অভিযুক্তের মতেও, শত্রুতা ছিল।

১০. নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় আরেকটি কারণ দিয়েছিলেন যে কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি। উচ্চ আদালত সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের নিষ্পত্তিমূলক প্রমাণ রয়েছে, সেখানে কিছু সাক্ষী/নিরপেক্ষ সাক্ষীর পরীক্ষা না করা এবং/অথবা কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষীর পরীক্ষার অনুপস্থিতি অভিযোগপক্ষের মামলার জন্য মারাত্মক হবে না।

১০.১ মনজিৎ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০১৯) ৮ এসসিসি ৫২৯-এর মামলায়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং অনুষ্ঠিত করেছে যে, আহত প্রত্যক্ষদর্শীদের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ শুধুমাত্র এই কারণে বাতিল করা যাবে না যে কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়নি।

১০.২ সুরিন্দর কুমার বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০২০) ২ এসসিসি ৫৬৩-এর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং অনুষ্ঠিত করেছে যে, শুধুমাত্র অভিযোগপক্ষ কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষীকে পরীক্ষা করেনি বলে এই সিদ্ধান্তে আসা যাবে না যে অভিযুক্তকে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছিল।

১০.৩ রিজওয়ান খান বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য (২০২০) ৯ এসসিসি ৬২৭-এর মামলায়, হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম প্রদীপ কুমার (২০১৮) ১৩ এসসিসি ৮০৮-এর মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উল্লেখের পরে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং অনুষ্ঠিত করেছে যে, নিরপেক্ষ সাক্ষীদের পরীক্ষা করা একটি অপরিহার্য প্রয়োজন নয় এবং এই ধরনের পরীক্ষা না করা অভিযোগপক্ষের মামলার জন্য মারাত্মক নয়।

১১. হাতে থাকা মামলার তথ্যের উপর এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করে এবং যখন, উচ্চ আদালত কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, অভিযোগপক্ষের সাক্ষীরা অভিযোগপক্ষের মামলাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছে, বিশেষ করে পিডব্লিউ২ এবং পিডব্লিউ৪, এবং তাদের বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়, তখন নিরপেক্ষ সাক্ষীদের পরীক্ষা না করা অভিযোগপক্ষের মামলার জন্য মারাত্মক নয়। রেকর্ডে এমন কিছু নেই যে, এফআইআর-এ উল্লিখিত শিব শঙ্কর এবং ভগবতী প্রসাদ নামে ওই দুইজন ব্যক্তি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল এবং চার্জশিটে সাক্ষী হিসেবে তাদের উল্লেখ করা হয়েছিল। যেকোনো ক্ষেত্রে, পিডব্লিউ২ এবং পিডব্লিউ৪ অভিযোগপক্ষের মামলাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছে এবং তাই উপরোক্ত দুইজন ব্যক্তির পরীক্ষা না করা অভিযোগপক্ষের মামলার জন্য মারাত্মক হবে না।

১২. এখন অভিযুক্তের পক্ষে এই জমা দেওয়ার বিষয়ে যে, অভিযুক্তদের একজনের - মুরলীধর পাঠকের আঘাতের ব্যাখ্যা অভিযোগপক্ষ দেয়নি এবং দশরথ সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (২০০৪) ৭ এসসিসি ৪০৮-এর মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে, প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা - পিডব্লিউ৭ তার প্রধান পরীক্ষণে ৬ অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে বলেছেন যে, তারা যখন ভোর ৪টায় সেতুর কাছে ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল, তখন ওই অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করেছিল; ধস্তাধস্তির পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ওই ধস্তাধস্তি ও গ্রেপ্তারের সময় সে আঘাত পায়। ক্রস-পরীক্ষায় তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে গ্রেপ্তারের সময় অভিযুক্ত মুরলীধর পাঠক কোনো আঘাত পায়নি, তবে, একই কথা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে যে গ্রেপ্তারের সময় তিনি আঘাত পাননি, এটি সত্য নয়।

অন্যান্য সাক্ষীদেরও অনুরূপ পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এবং সেগুলি অস্বীকার করা হয়েছিল। অতএব, এটি বলা যায় না যে অভিযোগপক্ষ উক্ত অভিযুক্তের আঘাতের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি উপরোক্ত দিকটি উচ্চ আদালত বিশদভাবে বিবেচনা করেছে এবং রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে, বিশেষ করে চিকিৎসা প্রমাণ এবং অভিযোগপক্ষ ও আত্মপক্ষ দ্বারা পরীক্ষিত ডাক্তারদের জবানবন্দি উচ্চ আদালত প্রশংসা করেছে।

১২.১. এখন দশরথ সিং (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করার বিষয়ে, উক্ত সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক করা পর্যবেক্ষণগুলি মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিবেচনা করা প্রয়োজন। উক্ত মামলায়, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ ছিল যে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি অবাধ লড়াই হয়েছিল এবং তাই ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার এবং/অথবা আক্রমণকারী কে ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এমনকি অন্যথায় উক্ত সিদ্ধান্তে এই আদালত ১৮ অনুচ্ছেদে তখাঝি হীরাজি বনাম ঠাকোরে কুবেরসিং চামনসিং (২০০১) ৬ এসসিসি ১৪৫-এর মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের ১৭ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছে, যা নিম্নরূপ:

"১৭. ... ধারাবাহিকভাবে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি হল যে, এটি আইনের বিষয় বা সর্বদা একটি নিয়ম হিসাবে ধরে নেওয়া যায় না যে, যখনই অভিযুক্ত একই ঘটনায় আঘাত পায়, অভিযোগপক্ষ আঘাতের ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য এবং অভিযোগপক্ষ তা করতে ব্যর্থ হলে অভিযোগপক্ষের মামলা অবিশ্বাস করা উচিত। অভিযোগপক্ষের সাক্ষীদের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আঘাতের ব্যাখ্যা না দেওয়া অভিযোগপক্ষের মামলাকে প্রভাবিত করার আগে, আদালতকে দুটি শর্তের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে হবে: (১) অভিযুক্ত ব্যক্তির আঘাত গুরুতর প্রকৃতির ছিল; এবং (২) এই ধরনের আঘাত অবশ্যই ঘটনার সময় করা হয়েছিল। আঘাতের ব্যাখ্যা না দেওয়া আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয় যখন প্রমাণ আগ্রহী বা পক্ষপাতদুষ্ট সাক্ষীদের নিয়ে গঠিত হয় বা যেখানে আত্মপক্ষ একটি সংস্করণ দেয় যা অভিযোগপক্ষের সংস্করণের সাথে সম্ভাবনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যেখানে প্রমাণ পরিষ্কার, জোরালো এবং বিশ্বাসযোগ্য এবং যেখানে আদালত সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করতে পারে, সেখানে শুধুমাত্র এই কারণে যে অভিযুক্ত পক্ষের আঘাতগুলি অভিযোগপক্ষ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়নি, অভিযোগপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং ফলস্বরূপ অভিযোগপক্ষের পুরো মামলা প্রত্যাখ্যান করার একমাত্র ভিত্তি হতে পারে না।"

১৮. অতএব, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাপ্ত আঘাতের ব্যাখ্যা না দেওয়ার জন্য উচ্চ আদালতের সমগ্র অভিযোগপক্ষের মামলা বাতিল করা সঠিক ছিল না।"

১২.২ এরপর, ১৯ অনুচ্ছেদে, পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছে:

"১৯. একই ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্বারা প্রাপ্ত গুরুতর প্রকৃতির আঘাতগুলি ইঙ্গিত করবে যে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি লড়াই হয়েছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, লড়াইয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন, অর্থাৎ, লড়াইয়ের দিকে পরিচালিত ঘটনা এবং কোন পক্ষ প্রথম আক্রমণ শুরু করেছিল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই একই ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্বারা প্রাপ্ত গুরুতর প্রকৃতির আঘাতের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যখন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তখন ব্যাখ্যার যথার্থতা পরীক্ষা করা যেতে পারে। যদি ব্যাখ্যা দিতে ত্রুটি থাকে, তবে এটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যে অভিযোগপক্ষ ঘটনার সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক বিবরণ গোপন করেছে। আদালতকে তখন বিবেচনা করতে হবে যে এই ধরনের ত্রুটি সমগ্র অভিযোগপক্ষের গল্পের উপর যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ তৈরি করে কিনা বা ঘটনার উৎপত্তির উপর প্রভাব ফেলে এমন অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর এর কোনো প্রভাব পড়বে কিনা। পরিশেষে, আঘাতের ব্যাখ্যা না দেওয়ার ঘটনাটি একটি পরিস্থিতি যা অভিযোগপক্ষের সাক্ষীদের প্রমাণ মূল্যায়ন করার সময় বিবেচনা করতে হবে। যদি অভিযোগপক্ষের সংস্করণটি পক্ষপাতদুষ্ট বা আগ্রহী সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়, তবে গুরুতর আঘাতের ব্যাখ্যা না দেওয়া প্রাথমিকভাবে তাদের প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর আঘাত হানতে পারে। একইভাবে, যেখানে আত্মপক্ষের সংস্করণটি সম্ভাবনার সাথে এমন মাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোন সংস্করণটি সত্য তা অনুমান করা কঠিন, সেখানে আঘাতের ব্যাখ্যা না দেওয়ার ঘটনাটি আরও বেশি গুরুত্ব পায়। অভিযোগপক্ষ দ্বারা পেশ করা প্রমাণের গুণমানের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, আঘাতের ব্যাখ্যা না দেওয়ার দিকের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা বিবেচনা করা উচিত। উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট করে দেবে যে আঘাতের ব্যাখ্যা না দেওয়ার কারণে অভিযোগপক্ষের মামলা দূষিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো যান্ত্রিক বা বিচ্ছিন্ন পদ্ধতি থাকতে পারে না। অন্য কথায়, অভিযুক্তের আঘাতের ব্যাখ্যা না দেওয়া এমন একটি কারণ যা অভিযোগপক্ষের প্রমাণ এবং আত্মপক্ষের সংস্করণের অন্তর্নিহিত মূল্য মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে।"

১৩. এই পর্যায়ে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান মামলায় এমনকি অভিযুক্তদের পক্ষে আত্মপক্ষ বিবেচনা করেও যখন মৃত ব্যক্তি অভিযুক্ত মুরলীধর পাঠকের বাড়ির দরজার কাছে আসেন, তখন তিনি অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করছিলেন এবং সেখানে একটি ঝগড়া হয়েছিল এবং অন্যান্য গ্রামের লোকজন মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করে থাকতে পারে। অতএব, ঘটনাটি অভিযুক্তদের দ্বারা বিতর্কিত নয়। অভিযোগপক্ষের মামলা অনুসারে অভিযোগপক্ষ ঘটনার স্থান প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করেছে। অভিযুক্তরা কোনো প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে ঘটনাটি অভিযুক্তদের একজনের বাড়ির দরজার কাছে ঘটেছিল। এমনকি অভিযুক্তদের দ্বারা প্রস্তাবিত ঘটনার স্থান, যদি পঞ্চনামা সম্পর্কিত হয়, তবে তা আত্মপক্ষের মামলাকে সমর্থন করে না। বিতর্কিত রায় ও আদেশে উচ্চ আদালত উপরোক্ত দিকটি বিশদভাবে আলোচনা করেছে। অভিযোগপক্ষ প্রমাণ পেশ করে প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করেছে যে ঘটনাটি প্রাথমিক পাঠশালার কাছে রাস্তায় ঘটেছিল। প্রাথমিক পাঠশালার কাছে রাস্তা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল এবং রক্তমাখা গামছা ও তহবন্দও সেই স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। মৃতদেহ উদ্ধারের স্থান এবং রক্তমাখা ইত্যাদি উদ্ধারের বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। অতএব, অভিযোগপক্ষ এফআইআর-এ বর্ণিত ঘটনার স্থান প্রমাণ করেছে।

১৪. এখন অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত আরেকটি কারণ হল মৃত ব্যক্তির শরীরে কোনো আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত ছিল না এবং তাই চিকিৎসা প্রমাণ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মৃত ব্যক্তির শরীরে আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত ছিল এমনটা অভিযোগপক্ষের মামলায় কখনোই ছিল না। এমনকি সাক্ষীদের প্রমাণ অনুসারে, লাঠি ও বর্শার আঘাতে আহত হওয়ার পর যখন মৃত ব্যক্তি মাটিতে পড়ে যান, তখন অন্যান্য লোকজন আসতে শুরু করে এবং সেই স্থান থেকে চলে যাওয়ার সময় অভিযুক্তদের মধ্যে একজন রামরাজ পাঠক মৃত ব্যক্তির দিকে তার পিস্তল থেকে গুলি চালায়। সাক্ষীদের মামলায় কখনোই ছিল না যে গুলি মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করেছিল। বিপরীতে, শত্রুঘ্ন প্রসাদ পাঠক, পিডব্লিউ২ বিশেষভাবে বলেছেন যে রামরাজ পাঠক গুলি চালালেও মৃত ব্যক্তি কোনো আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত পাননি।

১৫. আমরা পিডব্লিউ২ এবং পিডব্লিউ৪-এর জবানবন্দি সাবধানতার সাথে পর্যালোচনা করেছি, যারা এই ঘটনার প্রধান সাক্ষী এবং তারাই প্রত্যক্ষদর্শী। পিডব্লিউ২-এর জবানবন্দি (হিন্দি সংস্করণ, অনুচ্ছেদ ৯) থেকে, আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে দাখিল করেছেন যে উক্ত সাক্ষী স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন

যে ঘটনার রাতে তিনি ২৯১, মালব্য নগরে ছিলেন এবং তথ্য পাওয়ার পর তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন। তবে, ৯ অনুচ্ছেদে একটি ওভাররাইটিং রয়েছে এবং "সত্য নয়" কথাগুলি কলম দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে এবং ওভাররাইটিংটি হল "এটি সত্য"। এই ওভাররাইটিং কে করেছে তা এই পর্যায়ে বলা কঠিন? এমনকি উপরোক্ত বিষয়টি নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক বা এমনকি উচ্চ আদালতের সামনেও উল্লেখ বা জমা দেওয়া হয়নি। তবে, যদি আমরা পুরো ৯ অনুচ্ছেদটি সামগ্রিকভাবে পড়ি, তবে এটি মেনে নেওয়া খুব কঠিন যে তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি সকালে গ্রামে উপস্থিত ছিলেন না এবং তাই তার উপস্থিতি সন্দেহ করা যেতে পারে। যাই হোক না কেন, এমনকি যদি কিছু সময়ের জন্য পিডব্লিউ২-এর প্রমাণ বিবেচনা করা না হয় এবং/অথবা বাদ দেওয়া হয়, তবে পিডব্লিউ৪-এর আকারে অভিযোগপক্ষের সমর্থনে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। তার উপস্থিতি সন্দেহ করা হয় না। তিনি বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত। তার জবানবন্দি এফআইআর-এ অভিযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। অতএব, এমনকি আপিলকারীকে পিডব্লিউ৪-এর জবানবন্দির উপর নির্ভর করে সঠিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে, যিনি ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

১৬. এখন আমরা আপিলকারী - মূল অভিযুক্ত নং ৪-এর পক্ষে মামলা এবং/অথবা আত্মপক্ষ বিবেচনা করি। অভিযুক্তের পক্ষে মামলা ছিল যে ঘটনাটি অভিযুক্ত মুরলীধর পাঠকের বাড়ির দরজায় ঘটেছিল এবং অভিযুক্ত মুরলীধর পাঠককে মৃত ব্যক্তি এবং জনতা অপমান করছিল এবং মারধর করছিল, যার ফলে মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত লাগে। উপরোক্ত বিবৃতি ব্যতীত, আত্মপক্ষ জোরালো প্রমাণ পেশ করে এটি প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করেনি, বিশেষ করে যখন অভিযুক্তরা তিনজন আত্মপক্ষের সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছে। জনতার মধ্য থেকে কাউকে তারা পরীক্ষা করেনি। এমনকি তার ৩১৩ ধারার বিবৃতিতে, আপিলকারী - অভিযুক্ত নং ৪-এর একমাত্র আত্মপক্ষ ছিল যে শত্রুতার কারণে তাকে মিথ্যাভাবে মামলায় জড়িত করা হয়েছে এবং তিনি সেখানে ছিলেন না। তিনি অন্য কোথাও ছিলেন তা প্রমাণ করার জন্য কোনো প্রমাণ পেশ করেননি।

১৭. মামলার উপরোক্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে, যখন উচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার সময় নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক রেকর্ড করা সিদ্ধান্তগুলি বিকৃত ছিল এবং এমনকি রেকর্ডে থাকা প্রমাণের বিপরীত এবং/অথবা প্রমাণের ভুল পাঠ, তখন উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় এবং আদেশে সঠিকভাবে হস্তক্ষেপ করেছে এবং সঠিকভাবে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। বর্তমান মামলায়, আপিলকারী - মূল অভিযুক্ত নং ৪-কে শুরু থেকেই এফআইআর-এ বিশেষভাবে নাম দেওয়া হয়েছিল। তাকে নির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য দায়ী করা হয়েছে।

এটি পিডব্লিউ৪-এর প্রমাণ থেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়েছে (এমনকি যদি কিছু সময়ের জন্য পিডব্লিউ২-এর জবানবন্দি উপেক্ষা করা হয়)। নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের রায় ও আদেশে হস্তক্ষেপ করে উচ্চ আদালত কোনো ত্রুটি করেনি।

১৮. উপরের এবং উপরে উল্লিখিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা উচ্চ আদালত কর্তৃক খালাস বাতিল করে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার বিতর্কিত রায় ও আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ দেখি না। আমরা উচ্চ আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত। বর্তমান আপিল সেই অনুযায়ী খারিজ করা হলো।

১৯. যেহেতু আপিলকারী - গুরু দত্ত পাঠক, মূল অভিযুক্ত নং ৪-কে ৩০.০৪.২০২১ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং তারপর এই আদালত কর্তৃক তা বাড়ানো হয়নি এবং বর্তমান আপিল এখন খারিজ করা হয়েছে, যদি অভিযুক্ত এখনও আত্মসমর্পণ না করে থাকে, তবে তাকে অবিলম্বে সাজা ভোগ করার জন্য আত্মসমর্পণ করতে হবে।

দেবিকা গুজরাল আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu